খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 50 ❑ 27 Feb., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মশার আঁতুড় ঘর এখন 'ইছামতি'

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন ঃ ইছামতি মুখ ঢেকেছে কচুরি পানায়। কচুরিপানার মধ্যেই গজিয়ে উঠেছে কচু বন। খালি চোখে দেখে বোঝার উপায় নেই খেলার মাঠ না চাষের জমি। সাপ, মশা, মাছির আতঙ্ক নদী পারের গ্রাম গুলিতে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কচুরিপানা সরানোর কোন পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভে ফুসছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা।

ইছামতি নদীর নাব্যতা হারিয়েছে বহুদিন আগেই। পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি এখনো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে কচুরিপানার সমস্যা। বছরের বেশিরভাগ সময়ই বনগাঁ শহর এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ইছামতি কচুরিপানায় ভরে থাকে। সেই পানা নদীতেই শুকিয়ে নদীর তলদেশে জমা হয়। এর ফলে নদী আরো বেশি নাব্যতা হারাচ্ছে। পাশাপাশি দূষিত হচ্ছে নদীর জল।

বছরের বেশিরভাগ সময়ই ইছামতি নদী কচুরিপানায় আবদ্ধ থাকে।

মহালয়ার তর্পণ করতে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। কচুরিপানার মধ্যেই দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী বিসর্জন দেওয়া হয়। হলে নদীর জল দূষিত হয়। কচুরিপানার পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে কচুবন। নদী পাড়ের বাসিন্দারা সেদিকে তাকিয়ে কষ্ট পান। তাদের কথায়, স্রোতস্বিনী নদীকে অবহেলায় মেরে ফেলা হচ্ছে। সরকার প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে।

সুখ পুকুরিয়ার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, আমরা শুনি, মাঝেমধ্যেই কচুরিপানার তোলার জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করে। কিন্তু সেই টাকায় বাস্তবে কাজ হয় না। নদীর বুকে কচুরিপানা, কচু বন গজিয়ে ওঠায় কষ্ট পেলেও গ্রামবাসী সেখান থেকে কচু কেটে রান্না করে খাওয়া শুরু করেছেন।

বনগাঁ মহকুমা এলাকায় ইছামতি নদী প্রায় ৮.৫ কিলোমিটার নদীর বেশিরভাগ অংশই কচুরিপানায় ভরা। বছরের এই সময়ে কচুরিপানা নদীপাড়ের বাসিন্দাদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার মধ্যে বিষাক্ত সাপেদের পাশাপাশি মশার আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে। দিনের বেলাতে নদী পাড়ের বাসিন্দাদের মশারী টানিয়ে থাকতে হয়। উঠোনে দাঁড়িয়ে দু-দন্ড বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই, মশার কামড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। বাড়ির গবাদি পশুদেরও মশার হাত থেকে বাঁচাতে মশারির মধ্যে রাখতে হয়। নদী পাড়ের বাসিন্দারা বলছেন, "মশার জন্য জ্বর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছি আমরা। এরপরেও প্রশাসনের কবে হুশ ফিরবে। আমাদের জানা নেই।"

নদীটির কিছুটা অংশ বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ সীমান্তের মধ্যে পড়ে। নদী সংস্কারের দায় কেন্দ্রীয় সরকারেরও। ইতিপূর্বে বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর দাবি করেছিলেন, "ইছামতি নদী সংস্কারের জন্য সমীক্ষার কাজ হয়ে গিয়েছে। যেহেতু নদীটি সংস্কার করতে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি প্রয়োজন সে কারণে তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানাবেন বলে জানিয়েছিলেন।" যদিও কবে সমীক্ষা হল, কারা সমীক্ষা করলেন, সেই সমীক্ষায় কত টাকা খরচ হল? তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তবে আজও বিশবাঁও জলে ইছামতি সংস্কার।

বিএসএফের কোটি টাকার সোনা উদ্ধার

প্রতিনিধি ঃ দেহের ভিতরে সোনা লুকিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্তে। ভারতীয় পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ।

বিএসএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন প্রায় ১১০০ গ্রাম। ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। পাচারকারী চেন্নাইয়ের বাসিন্দা বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতে ফিরেছিল। আইসিপি পেট্রাপোলে ১৪৫তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের নিয়মিত তল্লাশির সময় ওই

তৃতীয় পাতায়...

নাবালিকাকে জোর করে বিয়ে

পৃথক দুটি ঘটনায় ধৃত দুই

প্রতিনিধি ঃ নাবালিকাকে মন্দিরে বিয়ে করে সংসার করছিল যুবক। অভিযোগ, যুবকের বাবা মাও যুবককে সহযোগিতা করেছিল। স্থানীয়দের মাধ্যমে সেই খবর পেয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্ত শাশুড়িকে শনিবার গ্রেফতার করল পুলিশ। গাইঘাটা থানার জলেশ্বর এলাকার ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতার নাম আন্না বাইন ও তার ছেলে সুজন বাইন দিন কয়েক আগে তার বাবা মায়ের মতে স্থানীয় মন্দিরে নাবালিকাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশ দেখে, অভিযুক্ত সুজন পালিয়ে গেলেও তার মাকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে গাইঘাটা থানার ঘোঁজা এলাকা থেকে মনোজ অধিকারী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই নাবালিকার বাবা মায়ের অভিযোগে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয় বলে জানায় পুলিশ। পৃথক দুটি ঘটনায় প্রিভেনশন অব চাইল্ড ম্যারেজ এ্যাক্টে মামলা রুজু করে রবিবার ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

যুবককে অপহরণের অভিযোগ, ধৃত দুই

প্রতিনিধি ঃ এক যুবককে অপহরণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ঘটনাটি বনগাঁর কলমবাগান এলাকায়। পুলিশ ডোমজুড় থেকে মঙ্গলবার রাতে মহম্মদ সেলিম এবং মহম্মদ শাহনওয়াজ নামে দুই অভিযুক্তকে ধরেছে। উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত যুবক আলি হোসেন মণ্ডলকে। বুধবার বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কয়েক বছর আগে আলি হোসেন ডোমজুড়ে সেলাই কারখানায় কাজ করতেন। ধৃত দু'জনও কারখানায় কাজ করত। আলি হোসেন তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। অভিযোগ, সে টাকা পরিশোধ করছিল না।

সোমবার সকালে গাড়ি নিয়ে এসে অভিযুক্তরা বনগাঁর কলমবাগান থেকে আলি হোসেনকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। ডোমজুড়ে নিয়ে রাখা হয় তাঁকে।

তৃতীয় পাতায়...

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৫০ ❐ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

যশোর রোডের শতাব্দী প্রাচীন শিরিষ গাছের মৃত্যু কী স্বাভাবিক না পরিকল্পিত

গত বছর পাঁচেক আগেও যশোর রোডে বাইক ড্রাইভে গেলে নিজের অজান্তেই মনে গুণগুণ করে উঠত সপ্তপদী'র বিখ্যাত গান— এই পথ যদি না শেষ হয় ...। শতাব্দী প্রাচীন শিরিষগাছের ছায়া সুনিবিড় মসৃণ পথে চলতে চলতে যেন আরও বেশি রোমান্টিক হয়ে যেত প্রেমিক যুগল। অকবিরও মনে জেগে উঠত ছন্দ। বারবার মনে হত বিভূতিভূষণের কথা। এমন পরিবেশ দেখেছিলেন বলেই হয়ত তিনি লিখেছিলেন পথের পাঁচালীর মত অমর গ্রন্থ। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে যশোররোডের সেই দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে যেখানে সেখানে নেড়া মাথায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলি। যশোর রোড ৩৫নং জাতীয় সড়ক হওয়ার সুবাদে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রয়োজনে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। সেই কারণে রাস্তার সম্প্রসারণ নিতান্তই প্রয়োজন। এবিষয়ে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করা হলেও পরিবেশ রক্ষা কমিটির তদারকির ফলে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট গাছগুলি বাঁচিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় যশোর রোডের সম্প্রসারণ থমকে। কিন্তু রাস্তার সম্প্রসারণ যে নিতান্তই প্রয়োজন! তাহলে গাছের মৃত্যু তো অনিবার্য! কিছুদিন আগে পর্যন্ত যশোর রোডে গাছের নীচে দিয়ে চলতে গেলে মাঝে মাঝে অসময়ে বৃষ্টিপাতের মত মনে হত। রাস্তা যেন কোন এক তৈলাক্ত পদার্থে ভেসে গিয়েছে। যার ফলে কিছু মানুষ দুর্ঘটনার শিকারও হয়েছিলেন। বর্তমানে মৃত গাছগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোন একধরনের পোকায় শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলির কাণ্ড— শাখা-প্রশাখা ছিদ্র ছিদ্র করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। প্রশ্ন এখানেই। গাছের এই মৃত্যু কী স্বাভাবিক না পরিকল্পিত! এমত পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষা কমিটি কোথায়? তাঁরা কী জাগ্রত! নাকি তাঁদেরকেও খুঁজতে হবে কিরীটির দল দিয়ে!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

এই ধারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহন করে।

ধারা : ১৩ (১) নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সহ যে কোনও দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

এটি চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

ধারা : ১৪ (১) নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(২) অরাজনৈতিক অপরাধ এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির পরিপন্থী কাজ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা নাও করা যেতে পারে।

এই ধারা অন্য দেশে আশ্রয়ের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ১৫

(১) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

(২) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না।

এটি জাতীয়তা লাভের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ১৬

(১) ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে।

(২) বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে।

(৩) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

এই ধারা বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা : ১৭

(১) মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

(২) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এই ধারাটি সম্পত্তির অধিকারকে মর্যাদা প্রদান করে।

ধারা : ১৮

প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

এই ধারা চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতাকে মান্যতা দেয় ।

ধারা : ১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

পর্ব- ৪

অজয় মজুমদার

চাম্পাই কলেজ, ভূগোল বিভাগ, এ ট্যাংকাওপ চুয়ান ভাউইন খান ট্রপিক অফ ক্যান্সার-- ইন খাউজুল ট্রপিক অঞ্চল চিহ্নিত করেন এবং সেখানে ট্রপিক অফ ক্যান্সারের একটি মডেল তৈরি করে রাখা আছে।

এবার আমরা চলে এলাম জাখুয়া (zokhua)। জাখুয়া হল একটি মডেল হেরিটেজ গ্রাম যা মিজো উপজাতীয় স্থাপত্য প্রদর্শন করে। এবং প্রাচীনকালে ঐতিহ্যবাহী মিজো জীবন ধারার অন্তর্দৃষ্টি দেয়। জো শব্দটি মিজো জনগোষ্ঠীকে বোঝায় এবং মিজো উপজাতির দুহলিয়ান ভাষায় খুয়া অর্থাৎ গ্রাম। জোখুয়াতে সেগুন, বাঁশের দেয়াল, স্টিম এবং দেশীয় দি পাতা দিয়ে তৈরি ছাদ ও এটি ঐতিহ্যবাহী কুঁড়ে ঘরের প্রতিরূপ রয়েছে । এটি মিনরান ইন (সাধারণ বাড়ি), মেইথাই ইন (বিধবার বাড়ি),পুম (আর্মাগার),লাল ইন (প্রধানের বাড়ি), জাউ (সমাবেশের ঘর) এবং আরোও অনেকে বিভিন্ন স্থাপত্য শৈলী প্রদর্শন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জাউল বুক, ব্যাচেলরদের ডকুমেন্টারি, সেখানে যোদ্ধারা বাস করে। লাল ইন এবং কাউচ্ছুয়াহ, (গ্রামের প্রবেশ দ্বার)এর কাছে। ভাষা : এখানে লাই ভাষা চলে। নেটিভ টু ভারত, মায়ানমার, বাংলাদেশ। অঞ্চল মিজোরাম, চীনরাজ্য, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল। জাতিসত্ত্বা লাই — মানুষ ও ভাষা পরিবার : — চীন- তিব্বতীয়, মেজো-কুফি-চীন, কেন্দ্রীয় কুফি-চিন-মিজো, ভাষা লাই।

পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যা নেমে এলো। দোকানপাট দেখতে দেখতে আমরা

আবার হোটেলে প্রবেশ করলাম। আবার পরের দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

২২/১১/২০২৪ আজ বেলা এগারোটায় আমরা লাঞ্চ সেরে দর্শনীয় স্থান দেখতে বের হলাম। প্রথমেই আমাদের নিয়ে এলো মিজোরাম স্টেট মিউজিয়ামে। এটি আমাদের হোটেলের সামনের পাহাড়ের পিকে অবস্থিত । ১৯৭৭ সালে এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিউজিয়ামটির নেতৃত্বে কিউরেটর, কারিগারি সহকারি, ট্যাক্সিডার্মিস্ট, ফটোগ্রাফার, মিউজিয়াম সহকারী, কাউন্টার অ্যাটেনডেন্ট এবং গ্যালারি অ্যাটেনডেন্সদের সহায়তায়। পাশাপাশি চারজন কেরানি কর্মী রয়েছেন। প্রথমে মিউজিয়ামটি ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে একটি জাদুঘর ভবন উদ্বোধন করা হয়েছিল। ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা, সহায়তায় জাদুঘরের গ্যালারিগুলিকে আধুনিক ও উন্নত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় জাদুঘরটি আইজল শহরের প্রধান রাস্তা থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। জারকাওত ট্রাফিক পয়েন্ট বা চাদমারি চার্চ পয়েন্ট থেকে চড়াই হয়ে যায়। মিউজিয়ামের বাঁদিকে মিশনারী টম্ব এবং ডানদিকে টিচার্স ইন। মূল প্রবেশদ্বারটি উপরের রাস্তায়। প্রবেশদ্বারে দুটি টিকিট কাউন্টার

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

বাঁশ কাটার সময় ছাড়া বোধহয় আর এখানে কেউ ঢোকে না । পরিষ্কার জায়গা থাকলে, আম কাঁঠাল গাছ লাগালে ভালোই ফলতো। এদিকে বাঁওড়ের ঘাটে মানুষ নামতে নামতে একটা সুড়ঙ্গ পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিনারা থেকে অনেকটা উঠে এসেছে। নামার সময় দু'পাশে উঁচু এই পথটা পার হয়ে জলের ধারে খানিকটা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। সেখানেই ঘাট। এখানে সবাই স্নান করে। আবার বর্ষাকালে সুঁড়ি পথের মধ্যেই বাঁওড়ের জল উঠে আসে। এই হচ্ছে মাধবপুর বাঁওড়ের এপারের অবস্থা।

ওপারে সভাইপুরের দিকটা। কোনও এক ছ'ভাই পরিবারের ছ'জন ভাই এসে ওই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। ছ'ভাই অপভ্রংশ হয়ে 'সভাই' -এ পরিণত হয়েছে। আর এই মাধবপুর গ্রামটা, ইছামতী নদী বেয়ে কোনো দূরের প্রাচীন গ্রাম থেকে, মাধব মণ্ডল নামে কেউ পরিবার সমেত সবাই এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই থেকে মাধবপুর গ্রাম তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। মাধব মন্ডল না মাধব বিশ্বাস এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয় এখানে। তবে এ নিয়ে লাঠা লাঠি হয় না এ গ্রামে। আসলে এখানে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি । তারা এটা বুঝতে পেরেছে, অহেতুক এ নিয়ে ঝগড়া করা ঠিক না। সব গ্রাম একদিন কোনও না কোনও ভাবে গড়ে উঠেছে। প্রথম সভ্য মানুষেরা একসাথে গ্রাম তৈরি করেছে। তারপর সেই সব গ্রাম এখন কোথাও কোথাও বড় বড় শহরে পরিণত হয়েছে। আর এখন তো মানব সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে কলোনি গড়ার কথা ভাববে। এসব কথা আমি আমার জামাইবাবুর মুখ থেকেই শুনেছি।

যেটা বলছিলাম, সভাইপুরটা মাধবপুরের উঁচু জায়গা থেকে অনেক নিচে। খুব বেশি হলে বাঁওড়ের থেকে পাঁচ'ছ হাত উঁচুতে । সেজন্য সকলে বলে, মাঝে মাঝে এই সভাইপুরের দিকে বন্যা দেখা যায়। এই বাঁওড়ের সাথে এক সময় ইছামতী নদীর যোগ ছিল। সেই যোগাযোগের সরু খাড়িটা এখন নালা হয়ে আছে। ইছামতী নদীতে বন্যা দেখা দিলে, সেই জল এই বাঁওড়ে এসে ঢোকে। তখন সভাইপুরের দিকে মাঠ ঘাট সব ডুবে যায়। সভাইপুরে বসতি এলাকাটা আবার উঁচু। অনেকে বলে, ওদিকের মাঠ ঘাটের জমিগুলো এই বাঁওড়ের জমি। পলি পড়ে ভরাট হয়ে ওই জমিগুলো চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। এ কারণে ওই সমস্ত জমিতে খুব ভালো ফসল ফলে। আমি আর নির্মল বাঁওড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখান থেকে ওপারটা আবছা দেখা যাচ্ছে। একদম সবুজ। শীতকালীন সবুজ ফসলে মাঠের জমি ভরে আছে। ওপারে কাউকে মাছ ধরতে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জমিতে অনেক চাষীকে দেখা যাচ্ছে কাজ করতে। মাধবপুরে এইরকম জমিগুলো হচ্ছে ইছামতী নদীর ধারে। সেটা আমার এখনও দেখা হয়নি। এবার নিশ্চয়ই হবে।

এপারে অনেককে জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে দেখলাম। দু'একজন নির্মলকে জিজ্ঞাসা করল, "ছেলেটা কে রে?" নির্মল আমার পরিচয় দিয়ে যারা মাছ ধরছিল তাদের খারায় কে কতটা মাছ পেয়েছে দেখে নিলো। আমিও উঁকি দিতে ছাড়লাম না। খুব বেশি বড় মাছ কেউ পায়নি। ট্যাংরা, পুঁটি, ছোটখাটো পোনা মাছ দুই একজন ধরেছে। একজনকে দেখলাম জলে নেমে একটা তিনকোণা মতো জাল কচুরিপানার তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আবার পানা সমেত টেনে এনে ডাঙ্গায় তুলছে। নির্মলের কাছে জিনিসটা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ও বলল," এটা সিটকি জাল। পানার তলায়ও কিছু কিছু মাছ থাকে। সেই মাছগুলো এই জালে ধরা পড়ে।"

পানা সমেত জল থেকে জালটা তুলে, লোকটা পানাগুলো ঝড়ে ঝেড়ে ফেলে দিল আবার জলে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওখানে দুই একটা চ্যাং মাছ আর কাঁকড়া উঠেছে। এসব দেখতে দেখতে আমরা পদ্মবনের দিকে যাওয়া

চলবে...

পরিবেশ রক্ষায় ছোটদের এগিয়ে আসার আহ্বান পরিবেশ বিদগণের

নীরেশ ভৌমিক ঃ সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ। জীববৈচিত্র সংকট সমাধানের পথ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারী এক আলোচনা সভার আয়োজন করে পরিষদ কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ পরিবেশপ্রেমী দীপক কুমার দাঁ'র আহ্বানে এদিনের আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক সুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক দীপাঞ্জন দে, শৈবাল রায়, ড. সুজিত দুয়ারী ও বিশিষ্ট পরিবেশবিদ দিলীপ পাল প্রমুখ। গবেষণা পরিষদ এর কর্ণধার দীপক বাবু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পরিবেশ দূষণ, প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ এর যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক, জীব বৈচিত্র সুরক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বিভিন্ন পাখি ও বিভিন্ন গাছ ও গৃহপালিত পশুর সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে আসে। বক্তারা বলেন, বর্তমানে আমাদের চারপাশের পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জীববৈচিত্র বিপন্ন, বিভিন্ন পাখি ও প্রজাপতি, মৌমাছি সহ বিভিন্ন পতঙ্গ এবং বিভিন্ন প্রকার মাছ হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের চারপাশের পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য করে রাখতে সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীগণকে পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহিত করে তুলতে হবে। প্রকৃতির সাথে মিশতে হবে, প্রকৃতির বন্ধু হতে হবে। বন্যপ্রাণী রক্ষায়, সংরক্ষিত এলেকা বাড়াতে হবে। বন্য ও গৃহপালিত পশু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি রক্ষা করতে হবে; পরিবেশের ক্ষতিকারক প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। জৈব চাষের সুফল বোঝাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীব বৈচিত্র রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ছোটদেরকেই নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও ভাবতে হবে।

বড়দের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছোটরাই নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে বলে উপস্থিত পরিবেশবিদ্‌গণ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এদিনের আলোচনা সভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রী সহ উপস্থিত সকলের মধ্যে সভাকে ঘিরে উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বনগাঁর দোলের মাঠে শিবমন্দিরের দ্বারোদঘাটন

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : শিবরাত্রি হলো দেশের অন্যতম একটি হিন্দু উৎসব। শুধু শৈবরাই নন, হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী যে কোনও মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে

এই দিনটি বিশেষ পুজোপাঠ, উপবাসের মাধ্যমে পালন করেন। এই পুজোয় অংশ নিতে এলাকার ভক্তদের এতো দিন ধরে দূর- দূরান্তে যেতে হতো। এলাকার ভক্তদের কথা মাথায় রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর শক্তিগড় যুবগোষ্ঠী ক্লাবের উদ্যোগে দোলের মাঠে একটি শিবমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করা হয়। সেই মন্দিরে থাকছে শিবলিঙ্গ, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ও মা শীতলার মূর্তি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্লাব সম্পাদক শেখর ঘোষ ও সভাপতি পঙ্কজ শীল বলেন, প্রায় তিন বছরের প্রচেষ্টায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এলাকার মানুষ ও বনগাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য আমাদের সহযোগিতা করেছে। ক্লাব সদস্য বাপি মালাকার, মনোজ ঘোষ, অজয় ঘোষ, বাপি দাস বলেন, দোল উৎসবের সময় এই মাঠে সাত রাত ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলতো। আজ প্রায় ১০- ১২ বছর তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফের শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আবারও সেই অনুষ্ঠান শুরু হল। বুধবার সকাল সাত টায় গঙ্গাবরণ, বেলা ১২টা নাগাদ শিবলিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বিকেল পাঁচটায় ভাগবত পাঠ, বৃহস্পতিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এছাড়াও বিভিন্ন লোকশিল্পী, আবৃতি, যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে চার দিন ধরে চলবে এই অনুষ্ঠান। ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

গোবরডাঙ্গায় শুরু হল কথাপ্রসঙ্গ নাট্যোৎসব

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙ্গা পৌর টাউনহলের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মহিলা ঢাকীদের ঢাক বাদনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে ৫দিন ব্যাপী আয়োজিত কথা প্রসঙ্গ নাট্য উৎসবের আনুষ্ঠানক উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপপ্রধান শংকর দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত সাহা, আশিস দাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ। কথা প্রসঙ্গের কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিকাশ বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান, সদস্যগণসকলকে পুস্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ নাট্যচর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙ্গার কথা প্রসঙ্গ নাট্যদল ও তার প্রাণপুরুষ বিকাশ বিশ্বাসের নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার সহযোগিতায় ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্য উৎসবের সূচনায় পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করে কলকাতার প্রাচ্য নাট্য দল। বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পরিবেশিত সকলের ভালোলাগার নাটক খেলাঘর সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। স্বনামধন্য অভিনেতা দেবশংকর হালদারও প্রখ্যাত অভিনেত্রী চৈতী ঘোষালের অনবদ্য অভিনয় দর্শকজের মুগ্ধ করে।

নাটক শেষে গোবরডাঙ্গা টাউনহলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ নাথ বসুর সুযোগ্য পুত্র মধু বসু প্রণীত ' আমার

জীবন' পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রখ্যাত অভিনেতা দেবশংকর হালদার। অন্যতম উদ্যোক্তা ড. সুনীল বিশ্বাস জানান, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ এর উদ্যোগে সম্প্রতি মধুবাবুর এই বইটির পুনঃমুদ্রণ হয়েছে।

দ্বিতীয়দিন কলকাতার শ্যামবাজার 'অন্যদেশ' প্রযোজিত এবং তরুন প্রধান নির্দেশিত কবিগুরুর মঞ্চসফল নাটক রক্তকরবী মঞ্চস্থ হয়। সংস্থার সদস্য সুদীপ্ত ব্যানার্জী জানান, তৃতীয়দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের ষড়ভুজ মঞ্চস্থ করবে তাদের বলিষ্ঠ প্রযোজনা ম্যাকবেথ, চতুর্থদিনে মঞ্চস্থ হবে নৈহাটি নাট্য সমন্বয় সমিতির নাটক সাংসদ অভিনেতা পার্থ ভৌমিক অভিনয় ধন্য মজার নাটক বসন্ত বিলাপ, শেষ দিনে স্বপ্নচারীর নাটক 'নটবর' ও আয়োজক সংস্থা কথা প্রসঙ্গ প্রযোজিত ও বিকাশ বিশ্বাস নির্দেশিত মনোজ মিত্রের নাটক গন্ধজালে মঞ্চস্থ হবে।

সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর ভাষা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'..... না ভোলা যায় না। তাইতো অন্যান্য বছরের মতো এবারও গানে গানে ভাষা শহীদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান ঠাকুরনগরের সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমীর সদস্য সংগীত শিল্পীগণ। গত ২১ ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসের সকালে ঠাকুরনগরের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের বাসভবন প্রাঙ্গনে সংস্থার সদস্য ও তাঁদের অভিভাবকগণ শ্বেত-শুভ্র পোষাকে উপস্থিত হন। সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎকান্তি মণ্ডল ও সংগীত শিক্ষক পার্থ ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান।

ওপার বাংলায় ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত প্রমুখ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত ছোট-বড় সংগীত শিক্ষার্থী ও শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের হারমোনিয়াম তবলায় সহযোগিতা করেন সংগীতজ্ঞ পার্থ ঘোষ ও মানিক বিশ্বাস। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মানস বিশ্বাস। শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া আমি বাংলায় গান গাই ও জীবনানন্দ দাশের আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে সংগীত উপস্থিত সকল ভাষা ও সংগীত প্রেমী মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে।

অপহরণের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

আলি হোসেনের মা সেরিনা বলেন, "ছেলে ফোন করে জানালে ৪০ হাজার টাকা অনলাইনে আমরা পাঠায়। ছেলের কাছে যা ছিল কেড়ে নিয়েছিল। তারপরও দেড় লক্ষ টাকা চেয়েছিল। বলেছিল, টাকা না দিলে ছেলেকে ওরা খুন করবে। সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ করি। ছেলের কাছে ওরা মাত্র কয়েক হাজার টাকা পেত। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ডোমজুড়ে থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে এবং আলি হোসেনকে উদ্ধার করে।

সোনা উদ্ধার

প্রথমপাতার পর...

পাচারকারীকে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে। জেরায় ধৃত জানায়, সে বাংলাদেশ থেকে এই সোনা গুলি নিয়ে এসেছে। কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। জওয়ানদের সতর্কতার কারণে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শিবরাত্রি উপলক্ষে অনুষ্ঠান গাইঘাটার মিশন তপোবনে

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গাইঘাটার ডেও পুল গ্রামের মিশন তপোবন কর্তৃপক্ষ। ২৫ ফেব্রুয়ারী সকালে মিশনের ছাত্রীদের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় মিশন তপোবন আয়োজিত শিবরাত্রি উৎসব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কীর্তণ শিল্পী নারায়ণ চন্দ্র রায়, কার্তিক হাজরা, মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পম্পা রায়, ছিলেন মিশনের প্রাণপুরুষ সুভাষ মোহান্ত প্রমুখ। মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ সহ উপস্থিত শিক্ষক সাংবাদিক শিল্পী সহ সমবেত গুণীজনদের স্বাগত জানান, মিশনের কর্ণধার সুভাষবাবু। সকল বিশিষ্টজনদের মিশনের প্রথা মেনে ও নানা উপহারে বরণ করে নেওয়া হয়। কবি সম্মেলনের শুরুতে বিগত বছরে স্বরচিত কবিতা পাঠে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে শংসা ও মানপত্র সহ বিশেষ উপহারে ভূষিত করা হয়।

দ্বিতীয়দিন অংকন ও যোগাসন প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্নে এলেকার দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় বাউল সংগীত ছাড়াও ছিল মিশনের শিক্ষার্থীদের শিব কেন্দ্রীক নৃত্যানুষ্ঠান, রাতে মিশন অঙ্গনের শ্রী শ্রী ত্রিকালের মন্দিরে সাড়ম্বরে শিব পূজন এবং পরদিন বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। মিশন তপোবন আয়োজিত বিশ তম বর্ষের মহা শিবরাত্রি উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

গোবরডাঙ্গায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত শতকমল উৎসব

সংবাদদাতা ঃ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শান্তা দত্ত বনিক এর উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া সদ্য প্রয়াত সংগীতজ্ঞ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের 'আমি বাংলায় গান গাই,' ... এর মধ্য দিয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গোবরডাঙ্গার স্টুডিও থিয়েটার হলে মহাসমারোহে শুরু হল শতকমল মূকাভিনয় ও নাট্যউৎসব-২০২৫। মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী নিরঞ্জন বিশ্বাস ও সুরজিৎ দাস, নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, জীবন অধিকারী, স্বনামধন্য মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার ও জগদীশ ঘরামী, ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক অমল মণ্ডল ও নৃত্যশিল্পী মীনাক্ষী বারুই। সংস্থার প্রাণপুরুষ শিক্ষক কমল মণ্ডল উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সংস্থার সদস্যগণ সকলকে পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে শতকমল সংগঠনের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

শতকমল আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে দেবীকা সরকার, রূপশ্রী সমাদ্দার, শ্রেয়া দাস ও ছোট্ট বর্ণা মণ্ডলের

মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান, সুপ্রিয়া হালদার ও মিশমি রায় এর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে ঠাকুরনগরের পরশ সোস্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি এবং নকপুলের শতকমল মাইম সোসাইটির এবং মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের শিল্পীদের মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। শতকমল মাইম সোসাইটির দেবীকা, পাপিয়া ও শ্রেয়ার মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষে গোবরডাঙ্গার নাবিক নাট্যম পরিবেশিত নাটক নিহত শতাব্দী উপস্থিত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

বকেয়া ডি.এ ও ইনক্রিমেন্টের দাবি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার শান্তিপুরের পাবলিক লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের ৪৪ তম রাজ্য সম্মেলন। মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভার (সম্মেলন) সূচনা হয়। উদ্বোধক ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শান্তিপুর পৌরসভার পৌরপিতা সুব্রত ঘোষ ও কৌশিক প্রামানিক। সংগঠনের সভাপতি বিজয় লাল বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে আয়োজিত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েকশো প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও বিগত বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ পেশ হয়। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন কয়েক জন সদস্য। আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে বকেয়া ডি.এ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের ইনক্রিমেন্ট প্রদানের দাবি ওঠে। সদস্য-সদস্যা বৃদ্ধি করে সংগঠনকে আরোও শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারেও আলোচনা হয়। সম্পাদকের জবাবি ভাষণ শেষে সভাপতি বিজয়বাবু নতুন কমিটি গঠনের জন্য একটি তালিকা সভায় পেশ করেন। আর কোন প্যানেল না থাকায় পেশ করা প্যানেলটি গৃহীত হয়। সভাপতি বিজয় লাল বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, হিমাদ্রী পুতুতুণ্ডুকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সভা শেষে সংগঠনের বনগাঁ মহাকুমা শাখার সভাপতি কৃষ্ণপদ দাস আগামী বছর বনগাঁ শহরে রাজ্য সম্মেলন করার প্রস্তাব দেন।

নাবিক নাট্যমের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল নাবিক ন্যাট্যম আয়োজিত প্রথম পর্যায়ের নাট্যমিলন উৎসব-২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলের দীপা ব্রহ্ম মঞ্চে আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পৌরপতি সুভাষ দত্ত, কাউন্সিলর বাসুদেব কুণ্ডু, নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, ড. তাপস দাস ও অভীক ভট্টাচার্য, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের আধিকারিক অভিজিৎ চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কলকাতার এসো নাটক শিখি নাট্যদল মঞ্চস্থ করে তাদের সার্থক প্রযোজনা 'খোয়াইশ'। এরপর 'নট এ স্টোরি টেলার' মঞ্চস্থ করে পুতুল নাটক সুকুর টুকুর গল্প। এদিনের শেষ নাটক দত্তপুকুর দৃষ্টির লঙ্কা দহন পালা সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক কলকাতার শুভম নাট্যদলের মজার নাটক 'লঙ্কা দহন পালা।' ২৭ জন অভিনেতার অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। বসিরহাট কিংশুকের নাটক তারাপদ ও শেষ নাটক নাবিক নাট্যমের শিশু-কিশোর বিভাগের নাটক অস্তিত্ব দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

থিয়েট্রিক্সের মাইম ও নাটকের কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ঠাকুরনগরের উদয়ন সংঘের কক্ষে শুরু হল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স আয়োজিত মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা। উদ্বোধন করেন নাট্যবক্তিত্ব ও গোবরডাঙ্গা নকসার অন্যতম কর্ণধার দীপান্বিতা বনিক দাস ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী ও নির্দেশক ভূমিসুতা দাস। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত শিবিরে শিবির পরিচালক ও মেন্টর মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী ছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন তন্ময় সরকার ও নিতাই সাধু। ১০ দিনের এই কর্মশালায় ঠাকুরনগর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলেকা থেকে স্কুল পড়ুয়াগণও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে ৪টে অবধি প্রশিক্ষণ চলছে। থিয়েট্রিক্সের পরিচালক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী জানান, কর্মশালা শেষে সকল প্রশিক্ষনার্থীকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

আমাদের NPC Optical- এ ১ থেকে
২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Salesman প্রয়োজন।

অভিজ্ঞ জোতিষিরা যোগাযোগ করুন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**